R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ. ৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯১ সাল
১১ই জুলাই, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

আই আর ডি পি'তে সামসেরগঞ্জ ব্যর্থ, ফিরে গেছে ২১ লক্ষ টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা : সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন কর্ম্মসূচী রূপায়ণে গত ৪ বছরের ব্যর্থতা কাটাতে ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান আর্থিক বছরের শুরু থেকেই ব্যাপক উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন। শনিবার এই উদ্যোগকে সামনে রেখেই সামসেরগঞ্জ ব্লকে বছরের প্রথম ঋণদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্লক অফিস চত্বরে অনুষ্ঠিত এই ঋণদান শিবিরে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণপত্র বিতরণ করেন ইউকো ব্যাংকের ডিভিসনাল ম্যানেজার অরুণ রায়। শ্রীরায় এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষি, ব্যবসায়িক সরঞ্জাম ও ঋণপত্র মিলিয়ে এদিন ৫৮৬টি পরিবারের মধ্যে ১২'৬৮ লক্ষ টাকার ঋণ বণ্টন করা হয়। এই ঋণের ৪'২২ লক্ষ টাকা সরকারী অনুদান। এছাড়াও ৬৬ জনকে স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যানের আওতায় এনে প্রায় ২ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে। ঋণদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি মহঃ নিজামুদ্দিন। জেলা তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই শিবির পরিদর্শনে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয়। সামসেরগঞ্জ ব্লকের এই ঋণদান শিবিরে ডি এমের উপস্থিতি সত্ত্বেও একসময় দেখা দেয় চরম বিশৃংখলা। এরমধ্যে আবার শুরু হয় প্রবল বর্ষণ।

জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানান, গত ৪ বছরে সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প তথা আই আর ডি পি কর্ম্মসূচী রূপায়ণে সামসেরগঞ্জ ব্লক পুরোমাত্রায় ব্যর্থ হয়েছে। ওই ৪ বছরে ২৪শো পরিবারের জন্য ২৭ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েও মাত্র ১১৮৪টি পরিবারের মধ্যে ৬ লক্ষ টাকার অনুদান বণ্টন করা গেছে ওই ব্লকে। ফলে প্রায় ২১ লক্ষ টাকার অনুদান ফেরত চলে যায়। গত আর্থিক বছরে ৬০০ পরিবারের জন্য ৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু ২০৩টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ টাকা বণ্টনের কাজ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণেই বর্তমান আর্থিক বছরে সামসেরগঞ্জ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্ব্বাচনী লক্ষ্য পূরণে কংগ্রেস নেতারা গ্রামে গ্রামে যাবেন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : নির্বাচনী লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মীদের একত্রিত করতে ইন্দিরা কংগ্রেস নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘোরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, সি পি এম তথা বামফ্রন্ট বিরোধী মানুষজনকে সংঘবদ্ধ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক ব্লক সম্মেলনগুলিতে যে ভাবে দলে দলে কংগ্রেসের কর্মীরা যোগ দিয়েছেন তাতে নেতাদের মনোবলও অনেকটা বাড়িয়েছে। সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই ছিলেন তরুণ। সম্মেলনগুলিতে গ্রামে গ্রামে সি পি এমের 'জোর জুলুম' ও 'অত্যাচার' নিয়েই মূলতঃ আলোচনা করা হয়। কর্মীরা সকলেই গ্রামে গ্রামে নেতাদের উপস্থিতির উপর জোর দিয়েছেন। এই কারণেই ঠিক হয়েছে স্ব স্ব এলাকার নেতারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন। উদ্দেশ্য—বসে যাওয়া কর্মীদের চাঙ্গা করে তোলা। ওই সম্মেলনগুলিতে বহরমপুর থেকে জনকয় নেতাও নিয়মিতভাবে যোগ দিয়েছেন। ছাত্র পরিষদ কর্মীদেরকেও কলেজে কলেজে সভা-সমিতি করার জন্য বলা হয়েছে। সেইমত জঙ্গিপুর কলেজেও একটি সম্মেলন ডাকা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। এদিকে আসন্ন লোকসভা নির্ব্বাচনে প্রার্থীপদ নিয়েও কংগ্রেসীদের মধ্যে তীব্র জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। জেলার ৩টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে মোট মুটি ভাবে প্রায় ৬টি নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরা হোলেন অব্দুস সাত্তার, শংকর দাস পাল, আলিহোসেন মণ্ডল, লুৎফল হক, মহঃ সোহরাব, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতীশ সিংহ। নেতাদের আশা, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নির্ব্বাচন হলে সব কটিতেই তাঁরা বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবেন।

পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় দুটি পদে লোক নিয়োগ পদ্ধতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন বি জে পি দল। দলের অভিযোগ, ওই পদ দুটি পূরণে ফরাক্কা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের প্রেরিত তালিকা মত ইনটারভ্যু হয় এবং ১০ জনের একটি প্যানেল তৈরী করা হয়। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে পুরপতি এক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে নিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের অনুলিপি রাজ্যের পুরমন্ত্রী ও জেলা শাসকের কাছেও পাঠানো হয়েছে। এদিকে জঙ্গিপুর পুরসভাতেও এক যুবকের নিয়োগ বাতিল হয়েছে। পুরমন্ত্রী ও জেলা শাসকের কাছে ওই নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠায় তা বাতিলের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই যুবকটি গত সি পি এম বোর্ডের আমল থেকে এক বছরেরও বেশী সময় ধরে ওই পুরসভায় ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমান পুরবোর্ড এই কারণেই তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন।

'গাইড বুক'

বিশেষ সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলার উপর লিখিত একটি 'গাইড বুক' প্রকাশিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে বইটির রচয়িতা ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্য। বইটিতে জেলার পূর্ণাংগ পরিচয় রয়েছে বলে জানা গেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশিত করা হয়েছে সামসেরগঞ্জে একটি ঋণদান সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে গত ৭ জুলাই। অবশ্য প্রকাশিত ওই বইটি ওইদিন সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়নি। উপস্থিত সাংবাদিকরাও সে বই পাননি। বইটি সমস্ত সরকারী অফিস, পঞ্চায়েতের কাছে পাঠানো হবে। জনসাধারণ তাদের প্রয়োজনে তা দেখতে পারবেন।

সবকিছু 'বাংলা'য়

বিশেষ সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ঋণদান শিবিরে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার চিত্তরঞ্জন গুহ মজুমদারের 'প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার করা'র নির্দ্দেশ এবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে। ৭ জুলাই সামসেরগঞ্জ ব্লকের ঋণদান শিবিরে সমস্ত বক্তাই তাঁদের ভাষণ দেন বাংলায়। এ সম্পর্কে প্রকাশিত বইটিরও কোথাও কোন ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। গ্রামের মানুষকে সহজভাবে সবকিছু বোঝানোর জন্যই বাংলার এই ব্যাপক ব্যবহার। ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্য প্রশাসনিক পর্যায়েও বাংলার ব্যবহার বাড়াতে সমস্ত স্তরে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

ক্ষমতাসীন বোর্ডের শক্তি বেড়ে ৯

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর পুরসভার ক্ষমতাসীন হরিপ্রসাদ মুখার্জি বোর্ডের শক্তি বৃদ্ধি ঘটল। ১৫ সদস্যের ওই পুরসভায় ৮ জনের সমর্থন নিয়ে গঠিত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯১ সাল।

॥ হিসাবে গরমিল ॥

আলোচ্য নিবন্ধের ভিত্তি আমাদের পত্রিকার ২৭শে জুন সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদ। আমাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা 'পঞ্চায়েতী হিসাবে গরমিল নিয়ে তোলপাড়' শীর্ষক সংবাদে চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। এই মহকুমায় একটি পঞ্চায়েতে হিসাবে ত্রুটি থাকায় প্রশাসনিক তোলপাড় নাকি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ব্লকভিত্তিক মুখপাত্র-মুখাৎ জানা গিয়াছে যে, উক্ত পঞ্চায়েতের এপ্রিল মাসের মাসিক রিটার্ণ-এ আট হাজার টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। কিন্তু মে মাসের অডিটকালে দেখা গেল যে, ক্যাশ বইতে নাকি এপ্রিল মাসে প্রকল্প বাবদ কোন খরচা পঞ্চায়েতে হয়নি। অডিটর মহোদয় রিটার্ণসহ একটি গোপন রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ও, মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। রিপোর্টের কপি মাননীয় জেলাশাসক মহাশয়কে পাঠান হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। অথ ফলশ্রুতিঃ—প্রশাসনিক তোলপাড় যাহার নির্গলিতার্থ এই যে জনৈক বাম রাজনৈতিক দল অভিযোগ দায়ের করিয়া জেলা শাসক মহাশয়ের কাছে তদন্তের দাবী করিয়াছেন এবং এক শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী নাকি বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া অভিযোগও করিয়াছেন।

এহ বাহ্য। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা যে কী, তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। ইহার উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহাও অনস্বীকার্য। গ্রামের মানুষের, বিশেষতঃ দরিদ্রদের সুখ-বিধান, নানা গ্রামীণ সমস্যার সমাধান, দরিদ্রের দুর্দশামোচন প্রভৃতি পবিত্র কর্ম্মভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানা খাতে প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয় করা হয়। অর্থের হিসাবাদি অবশ্যই রাখিতে হয়।

তবে পঞ্চায়েত আজ অনেকের নিকট ভূ-স্বর্গ। কেননা পঞ্চায়েতী অর্থের দৌলতে বহু মানুষ স্ব স্ব কিসমৎ পাকা ভিতের উপর কায়েম করিতে পারিতেছেন, তাহা নানা সময়ে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায়। তাই পঞ্চায়েতের তথ্ত্-তাউস কত জনের ধ্যান-জ্ঞান। জনসেবার প্রেরণা না, আত্মসেবার উদ্দীপনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। গরীবদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের প্রতি এই সব সেবকদের তৃতীয় রিপুর এত আসক্তি কবির ধনপতি পালকে স্মরণ করাইয়া দেয় যাহার কথা, 'সব থেকে খেতে ভাল গরীবের রক্ত'। পঞ্চায়েত-রাজে এহেন বুভুক্ষা সার্বদলীন।

প্রশাসনিক তোলপাড় শুরু হওয়ার সংবাদে জনগণ নিশ্চয়ই স্বস্তি অনুভব করিবেন। কেননা ইহার দর্শন বিরল। দেশের যত্রতত্র ডাকাতি, খুন, গুম ইত্যাদির ব্যাপারে আজকাল প্রশাসন নাকি স্থাণু; প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে দুর্বৃত্তদের হামলাবাজি খুনাখুনি প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রশাসন নাকি স্থাণুতর বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। অন্যত্র আর্থিক গরমিলের হাতী গলাইয়া গেলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে মাত্র আট হাজার টাকার বেহিসাব প্রশাসনিক জগদ্দল-প্রস্তর নড়াইয়াছে, তাহা আনন্দেরই কথা। মন্দলোকে বলিবে—'এ যে হিসাবে গরমিল!' কাল মেঘেও ত রূপালি রেখা থাকে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

এস ডি পি ও'র উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

মাননীয় মহকুমা পুলিশ অফিসার এখানে নতুন হলেও, অফিসার হিসাবে নতুন নন। তাই তাঁর কাছে একটি বিনীত প্রশ্ন রাখছি। সম্প্রতি সাগরদীঘিতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বৈদিক যজ্ঞকে উপলক্ষ করে ঐ এলাকার হিন্দু জনসাধারণ এক বর্ণাঢ্য ধর্ম্মীয় শোভাযাত্রা করে শহর পরিক্রমার জন্য স্থানীয় থানার মন্তব্য সম্বলিত এক দরখাস্ত মহকুমা পুলিশ অফিসারকে পেশ করলে তিনি নাকি তাতে অনুমতি দেন এই শর্তে যে, "They must stop their music in the prayer time"; বলে দেবার দরকার হয়না এটা মুসলমান ভাইদের নমাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার সমস্ত মতাদর্শের উর্দ্ধে থেকে একটা কথা মনে হচ্ছে, যাতে 54 AIR-এ ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যে কথা সুবিখ্যাত কালাদি মামলার ব্যাপারে মন্তব্য করেন তাতে বলা আছে "···রাজপথে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন, শোভাযাত্রা ইত্যাদি আর সকলের মতো হিন্দুদেরও সাংবিধানিক অধিকার এবং ন্যায্য অধিকার কেন না রাস্তা কারো নয়"। এটা একটা সিদ্ধান্ত। তাছাড়া মন্দির মসজিদ গির্জ্জা যারা বানাবেন তাঁরাই বরং রাস্তা বা লোকালয় থেকে দূরে বানাতে পারেন যদি অন্যের ধর্ম্মপালনে কারুর অসুবিধা হয়। তাই নয় কি? ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতের দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে কিছু বলা বা প্রশাসনিক কাজে তার বিপরীত লেখাটা কোর্ট অবমাননার পর্য্যায়েই পড়ে। এখন ঐ অনুমতি পত্রের অনুলিপি নিয়ে ধরুন কেউ যদি শুধু বদ্‌মতলবেই মহামান্য হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রিট পিটিসান দেন তবে কোর্টে স্থানীয় এস, ডি, পি, ও, কি জবাব দেবেন? আমার মনে হয় ভবিষ্যতে তিনি এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করে আইন মোতাবেক কলম চালাবেন। কেননা তিনি এখানকার থানার (বা তাঁর আশপাশের) সেই সেরা দু'জন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন ম্যানেজ মাষ্টার দারোগাবাবুদের মত নন। ঘুঁষের টাকা যারা সরকারী তক্‌মা গায়ে দিয়েও বীরদর্পে চিঠি লিখে চেয়ে পাঠায়। তাই একজন পুলিশ অফিসারের কলম ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অশোকচক্রের মর্য্যাদা রেখেই চলুক তা যেন ভোট ভিখারী দেশদ্রোহী রাজনৈতিক দলগুলোর মত না হয়ে যায়।

চিত্ত মুখার্জী, রঘুনাথগঞ্জ

জঙ্গিপুর থেকে এ পি পি দের বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জঙ্গিপুর আদালত থেকে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটরদের ঢালাওভাবে অন্যত্র বদলি করার ফলে কাজকর্ম্মে কিছুটা গতি এসেছে। এই বদলি রুটিন মাফিক। বর্তমানে ওই পদে কান্দী ও লালবাগ আদালত থেকে রামমোহন চক্রবর্ত্তী, হিরন্ময় দত্ত এবং নিত্যরঞ্জন ব্যানারাজ যোগ দিয়েছেন বলে আদালতসূত্রে জানা গেছে।

সেতু নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপলাই বিলে দীর্ঘদিন ধরে ইজারাদারের অধীনে লোক পারাপার হত। কিন্তু ইজারাদার বেশী পয়সা নেওয়ার ফলে লোকে অতিষ্ঠ হয়ে চলতি বছর সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে ঘাটডাকের দিন সমবেতভাবে ঘাটডাকে বাধা দিয়ে প্রতিদিন একেক গ্রামের লোক মিলিত হয়ে মাটি কেটে ফেলতে আরম্ভ করেন। এবং এপাড় ওপাড় মাটির বাঁধ দেওয়া শেষ হয়। এরপর তাঁরা পাকা সেতুর জন্য রঘুনাথগঞ্জ লুথারান ওয়ার্লর্ড সার্ভিসের সহযোগিতা চান। অবশেষে লুথারান ওয়ার্লর্ড সার্ভিস ঐ বিলের উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য এগিয়ে এসেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এরফলে ওই এলাকার কয়েক হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for the work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 12. 7. 84 to 30. 7. 84 from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Annual maintenance & repair of Inspection road at left Bank & right Bank of Feeder Canal in 84-85. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 531/T-34/84.	3·65 1 year	7,300/- 50/-	31. 7. 84 at 11 A. M.
2.	Construction of approach roads including patrol road at plant site of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 139(V)/T-35/84.	11·20 9 months	22,400/- 100/-	31. 7. 84 at 11 A.M.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.

2. Interested parties are advised to visit to familiarise with the site conditions.

3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of......................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P.O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742239

এক সপ্তাহে খুন ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত এক সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানায় দুটি গ্রামে ৩ ব্যক্তি নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ৬ জুলাই সাগরদীঘির হাজিপুর গ্রামে ২ জন এবং ৩০ জুন রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা গ্রামে খুন হয়েছেন ১ জন। হাজিপুরের খুন পূর্ব আক্রোশের পরিণতি। নিহতরা সি পি এম সমর্থক বলে জানা গেছে। এই হত্যার ব্যাপারে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বাড়ালার খুনের সঙ্গে কারা জড়িত পুলিশ এখনও তার সন্ধান পায়নি।

বাড়ি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাগান বাড়ীতে ২ কাঠার কিছু বেশী পরিমাণ জমির উপর ১২´×১২´ একটি পাকা ঘর ও একটি অর্ধসমাপ্ত বারান্দাসহ একটি ছোট বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ম্যানেজার, হাউসিং ফেডারেশন, ৬৬, পিলখানা রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : বি এইচ বি ৫১২
(কুণ্ডু নারসিং হোমের পাশে)

শক্তি বেড়ে ৯

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই বোর্ডের বর্তমান সমর্থক দাঁড়িয়েছে ৯। নির্দল কমিশনার আলি হোসেন সি পি এম গোষ্ঠী ছেড়ে ক্ষমতাসীন বোর্ডকে সমর্থন জানিয়েছেন। এক লিখিত বিবৃতিতে শ্রীহোসেন জানান, তাঁর ওয়ার্ডের জনসাধারণের পরামর্শে এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই এই সমর্থনের সিদ্ধান্ত।

পদবী পরিবর্তন

আমি সুভাষ সিংহ পিতা ললিতমোহন সরকার, গ্রাম ছাবঘাটী, মুর্শিদাবাদ। জঙ্গিপুর একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এফিডেবিট করে আজ ১০ জুলাই হতে সুভাষ সিংহের পরিবর্তে সুভাষ সরকার নামে পরিচিত হলাম।

আই আর ডি পি'তে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্লককে ঋণদান শিবিরের আওতায় আনা হয়। ব্লকের বি ডি ও কমল রায় এই ব্যর্থতার জন্য অফিস কর্মীর অভাবকে দায়ী করলেও অনেকেই বলছেন সরকারী কর্ম্মসূচী রূপায়ণে এই ব্যর্থতার মূল কারণ প্রশাসন, পঞ্চায়েত ও ব্যাংকের মধ্যেকার সমন্বয়ের অভাব। এছাড়াও সর্ব্বত্র একটা গাছাড়া ভাব থাকায় অনেকাংশেই এই প্রকল্প মার খেয়েছে। অথচ ৪১ বর্গমাইল এলাকার ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিশিষ্ট সামসেরগঞ্জ ব্লকটি আর্থিক দিক দিয়ে জেলার পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলির মধ্যে অন্যতম। এতদ্ সত্ত্বেও ঋণদান কর্মসূচী মার খাওয়ায় জেলা প্রশাসন ক্ষুব্ধ হন। প্রকল্পের জেলা অফিসার ডি মাইতি এই ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে জেলার বেশীর ভাগ ব্লকই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। শ্রীমাইতি জানান, ২০৮ কোটি টাকার মধ্যে জেলায় এই প্রকল্পে মাত্র ১'২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা গেছে। ফলে অন্যান্য জেলার চেয়ে মুরশিদাবাদ অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)
হেডঅফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন !
ষ্টকিষ্টঃ দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পাণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।